দৈনিক বাংলা

83

তারিখ 3 1 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

২৬

# ছাত্র লীগই (শা-অ) দায়ী ঃ ছাত্রদল

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত গতকালের সন্ত্রাসী ঘটনার জন্যে ছাত্র লীগ (শা-অ)-কে দায়ী করেছে। ছাত্রদল ডাঃ মিলন ও মাহবুব হত্যাকারীদের এবং 'মুজিববাদী ছাত্র লীগের' সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচারের জোর দাবীজানিয়েছে।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

## (শা-অ) দায়ী ঃ ছাত্রদল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেসক্লাবে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবী জানানো হয়। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ডাকসুর এজিএস নাজিম-উদ্দীন আলম। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর জিএস ও ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক খায়রুল কবীর খোকন, ছাত্রদল নেতা ফজলুল হক মিলন, কামরুজ্জামান রতন, ইলিয়াস আলী প্রমুখ।

ছাত্রদল অভিযোগ করেছে যে গতকাল সকাল সাড়ে এগারটায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের শান্তি মিছিলকে স্বাগত জানিয়ে ছাত্রদল মিছিল বের করলে মুজিববাদী ছাত্রলীগ অতর্কিতভাবে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হামলা চালায়। এ হামলা থেকে ছাত্রীরাও রেহাই পায়নি। হামলাকারীরা এক পর্যায়ে রোকেয়া হলে প্রবেশ করে হলের নেত্রী শিরিন সুলতানা ও সানু এবং শামসুন্নাহার হলে ঢুকে হলের নেত্রী আঙ্গুর ও শিমুলসহ ছাত্রদল নেত্রীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। মুজিববাদী সন্ত্রাসীদের গুলিতে জসীমউদ্দীন হলের আবাসিক ছাত্র সোহেল, মুজিব হলের মঞ্জু, সূর্যসেন হলের তোফায়েল আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এছাড়া আরও ১০/১৫ জন ছাত্রদল কর্মী আহত হয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে একটি সভা হয়। সভায় সকল ছাত্র সংগঠনের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কোন সংগঠনের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হলে এর জন্যে কোন বিবৃতি বা প্রতিবাদ জানানো যাবে না। অথচ মুজিববাদী ছাত্রলীগ পরিবেশ পরিষদের সভা থেকে বের হয়ে আসার পরপরই ডাঃ মিলন হত্যাকারীদের হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহারের দাবীতে বিক্ষোভ মিছিল করে।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ জানান যে তাদের মিছিলে হামলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইট-পাটকেল ও লাঠিসোটা নিয়ে ডাঃ মিলন ও মাহবুব হত্যাকারীদের কলাভবন এলাকা থেকে বিতাড়িত করে।

ছাত্রদলের অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, ছাত্রলীগ (শা-অ) সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের পক্ষে একের পর এক তৎপরতা চালিয়ে শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত করছে তাই নয়, এই চিহ্নিত গোষ্ঠীটি জহুরুল হক হল ও এসএম হলের প্রভোস্টের কক্ষ ভাংচুর করে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেয়। ফলে প্রভোস্টদ্বয় পদত্যাগ করেন। তাদের এই উপর্যুপরি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ফলে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গণতন্ত্রের যে অগ্রযাত্রা চলছে তা অব্যাহত রাখার স্বার্থে সকল গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের এগিয়ে আসা উচিত।